ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

ফেরেশতা ফার্সি শব্দ। আরবীতে ''মালাকুন'' বলা হয়। ''মালাকুন'' শব্দটি একবচন। এর বহুবচন মালায়িকাহ যার অর্থ ফেরেশতাগণ। তাঁরা আল্লাহ্‌র সম্মানিত বান্দা। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা সর্বদাই আল্লাহ্‌র অনুগত। তাঁরা কোন সময় আল্লাহ্‌র নাফারমানী করেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمِرُوْنَ)

''আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যা আদেশ করেন, তাঁরা (ফেরেশতাগণ) তা অমান্য করেন না এবং তাঁদেরকে যা কোরতে আদেশ করা হয় তাঁরা তাঁরা তাই করেন।'' (সূরা তাহরীম-৬)

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেনঃ যে ঘরে কুকুর, ছবি ও নাপাকি থাকে সে ঘরে রহমাতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (সহীহ বুখারী)

তিনি সাঃ আরো বলেনঃ ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত ও আনুগত্যশীল বান্দা – এ কথা প্রতিটি ব্যক্তির মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা এবং তাঁদের প্রতি সদাচারণ প্রদর্শন করা আবশ্যক।

প্রসিদ্ধ ফেরেশতাদের নাম ও দায়িত্বসমূহঃ

কয়েকজন প্রসিদ্ধ ফেরেশতা ও তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১। জিবরাঈল আলাইহিস সালামঃ তাঁর দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও ওয়াহি নাবী-রাসূলগণের নিকট পৌঁছানো।

২। মিকাইল আলাইহিস সালামঃ তাঁর দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে বৃষ্টি বর্ষণ করা।

৩। ইসরাফীল আলাইহিস সালামঃ তাঁর দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া।

৪। মালাকুল মাউত আলাইহিস সালামঃ তাঁর দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সৃষ্টি জীবের রূহ কবজ করা।

৫। রিজওয়ান, জান্নাতের দায়িত্বশীল।

৬। মালিক, জাহান্নামের দায়িত্বশীল।

এছাড়া আরো দু শ্রেণীর ফেরেশতা রয়েছে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

১। কিরামান কাতিবীনঃ প্রত্যেক মানুষের সাথে দু'জন ফেরেশতা থাকেন। তাঁদের একজন ভালো কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। এ শ্রেণীর ফেরেশতাদেরকে কিরামান কাতিবীন বা সম্মানিত লেখকবৃন্দ বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(كِرامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ)

''সম্মানিত লেখকবৃন্দ! তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তাঁরা অবগত।'' (সূরা আল ইনফিত্বর-১১-১২)

২। মুনকার-নাকিরঃ তাঁরা প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পর ক্বরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

অতএব, আমরা এদেরসহ সকল ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব এবং নিজেদের কর্ম সম্পর্কে সচেতন হব।